MAR. 1
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক ইনকিলাব

শফিউদ্দীন বিটু ॥ (১) কুমিল্লার চান্দিনা ডিগ্রী কলেজ কেন্দ্রে নকল সরবরাহের জন্য পুলিশের সামনেই বিদ্যুতের ঝুকিপূর্ণ খুঁটি বেয়ে ভেতরে প্রবেশ করছে এক সহযোগী যুবক। (২) চান্দিনা মহীচাইল হাই স্কুল কেন্দ্রে নকলরত এক পরীক্ষার্থী। বাম হাতে তার নকলের চোথা। (৩) মহীচাইল উপকেন্দ্রে নকলবাজ পরীক্ষার্থীরা সাংবাদিক দেখে ব্যস্তসমস্ত হয়ে দ্রুত তাদের নকল লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করছে। (৪) মহীচাইল কেন্দ্রে সাংবাদিকের সামনে প্রকাশ্যে নকল করায় বেখেয়ালী ছাত্রদের পিঠ চাপড়ে সতর্ক করছেন এক হল পরিদর্শক

নকলের মহোৎসবের মধ্য দিয়ে এসএসসি পরীক্ষা শুরু

প্রায় ৭ হাজার বহিষ্কার

স্টাফ রিপোর্টার ঃ নকল প্রতিরোধের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পরিচালিত সরকারী প্রচারণা ব্যর্থ করে দিয়ে গতকাল নকলের মহোৎসবের মধ্যদিয়ে সারাদেশে এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এসএসসি পরীক্ষার প্রথম দিনে পরীক্ষা কেন্দ্র দখল, নকলবাজ সন্ত্রাসীদের হামলা, পুলিশের লাঠিচার্জ ও পরিকল্পিত নকলবাজির এক ভয়াবহ চিত্র প্রত্যক্ষ করা গেছে। শহরের প্রধান প্রধান পরীক্ষা কেন্দ্র ছাড়া সারাদেশে উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে পরীক্ষার নামে অনুষ্ঠিত হয়েছে এক প্রহসন। শিক্ষক-পরিদর্শকদের সহযোগিতায় হলের ভিতরে বই খুলে, পৃষ্ঠা কেটে প্রকাশ্যে নকলবাজি চলেছে। শিক্ষক ও হল পরিদর্শকগণ বাইরের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য গার্ড দিয়ে বেরিয়েছেন। এমনকি বোর্ড কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও পরীক্ষা কেন্দ্রে সরকার দলীয় স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা, ছাত্র নেতা ও ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার- চেয়ারম্যানদের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। স্থানীয় পর্যায়ে অভিযোগ করা হয়েছে যে, প্রশাসন, পুলিশ, দুর্নীতিবাজ শিক্ষক ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে হাজার হাজার টাকার ভাগ-বাঁটোয়ারার মাধ্যমে পরীক্ষা হলে পরিকল্পিতভাবে নকল করার সুযোগ তৈরী করা হয়েছে। এক্ষেত্রে পরীক্ষার কেন্দ্র ও পরিদর্শক বিনিময়ের ব্যবস্থাও কোন কাজে আসেনি।

গতকাল পরীক্ষার প্রথম দিনে ৭ বোর্ডে প্রায় ৭ হাজার পরীক্ষার্থী নকল করার দায়ে হল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। এছাড়া নকলে সহায়তা করার অপরাধে বিভিন্ন স্থানে ২৫

৭-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

নকলের মহোৎসবের মধ্য দিয়ে এসএসসি পরীক্ষা শুরু

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জন হল পরিদর্শক শিক্ষককে কেন্দ্র থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। পরীক্ষা কেন্দ্রে সন্ত্রাসী হামলায় একজন ম্যাজিস্ট্রেট ও একজন শিক্ষকসহ পুলিশী হামলায় আহত হয়েছে অপর ১০ জন নকলবাজ সহযোগী। নিলফামারী পরীক্ষা কেন্দ্রেও ১৪৪ ধারা ভঙ্গের অপরাধে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে ভুয়া পরিদর্শক হিসেবে ২০ জন শিক্ষককে পুলিশ গ্রেফতার করে। রংপুর শহরের কৈলাশ রঞ্জন পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল সরবরাহকারীদের নিয়ন্ত্রণ করতে পুলিশের লাঠিচার্জে ১০ জন আহত হয়। কুমিল্লার লাঙ্গলকোটে পুলিশের সাথে নকল সরবরাহকারীদের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। রংপুরের মিঠাপুকুর ও বদরগঞ্জ পরীক্ষা কেন্দ্র ছাত্রলীগের স্থানীয় নেতারা দখল করে নেয়।

মফস্বলের কোথাও ১৪৪ ধারা কার্যকর ছিল না। কেন্দ্রগুলো স্থানীয় শাসক দলের নেতৃবৃন্দের নির্দেশে পরিচালিত হয়। বোর্ডের ভিজিল্যান্স টিমের সদস্যদেরকে নকলপ্রবণ কেন্দ্রগুলো পরিদর্শনে দেখা যায়নি। জানা যায়, নিরাপত্তার অভাবজনিত কারণে তারা এসব কেন্দ্র পরিদর্শনে যেতে আগ্রহ দেখায়নি। নকল প্রতিরোধে বোর্ড কর্তৃপক্ষের গতানুগতিক কাগুজে হাক-ডাক, তর্জন-গর্জন আবারো অসার প্রমাণিত হয়েছে। অধিকাংশ কেন্দ্রই ছিল নকলবাজ পরীক্ষার্থীদের নিয়ন্ত্রণে। এক্ষেত্রে তারা শিক্ষকদের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সহযোগিতা পেয়েছে। আমাদের প্রাপ্ত প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী গতকাল এসএসসি পরীক্ষার হল থেকে নকলের অভিযোগে শিক্ষা বোর্ডওয়ারী বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা হচ্ছে, রাজশাহী ২৪৪৫, ঢাকা ৯৮৬, কুমিল্লা ৮৩২, যশোর ৪৬৮, বরিশাল ২৬০, চট্টগ্রাম ৪১১ এবং সিলেটে ১৬০ জন। অনেক জেলার তথ্য এখনো পাওয়া যায়নি।

ঢাকা বোর্ড

ঢাকা বোর্ডের অধীনে এসএসসি পরীক্ষা চলাকালে বিভিন্ন কেন্দ্রে নকল অব্যাহত ছিল। নরসিংদী জেলার বিভিন্ন কেন্দ্রে পরীক্ষার নিয়ম ভঙ্গ করে যে স্কুলের ছাত্র সে স্কুল কেন্দ্রে পরীক্ষা দিয়ে নকলের অবাধ সুযোগ পেয়েছে। নান্দাইলের ত্রিশাল কেন্দ্রে কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেট একজন পরীক্ষার্থীর নকল ধরলে উক্ত পরীক্ষার্থীর ছুরিকাঘাতে তিনি আহত হন। উক্ত ঘাতক ছাত্রকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

ঢাকা বোর্ডের অধীনে প্রথম দিনের পরীক্ষা চলাকালে নকলের অভিযোগে ১৮টি জেলার মধ্যে ১৪টি জেলার বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে প্রায় ১ হাজার পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষার হল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এবার এসএসসি পরীক্ষায় ৮৫৩টি কেন্দ্রে মোট পৌনে ৯ লাখ পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। নারায়ণগঞ্জ থেকে জেলা সংবাদদাতা জানান, স্থানীয় প্রশাসনের দায়িত্বহীনতার কারণে এসএসসি পরীক্ষার প্রথম দিনেই জেলার বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে সঠিক সময়ে পরীক্ষা গ্রহণ শুরু সম্ভব হয়নি। নির্ধারিত সময় পার হয়ে যাওয়ার পরও পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রশ্নপত্র সরবরাহ না হওয়ায় পরীক্ষার্থীগণ উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ে।

এদিকে পরীক্ষা কেন্দ্রে সময়মতো প্রশ্নপত্র দেয়া হয়নি খবর পরীক্ষা হলের বাইরে ছড়িয়ে পড়লে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। জানা গেছে, শহরের অনেক পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রশ্নপত্র দেরীতে পৌছার কারণে একঘণ্টা পর পরীক্ষা শুরু হয় বলে পরীক্ষার্থীগণ জানিয়েছেন। এসএসসি পরীক্ষার প্রথম দিনে ২৪ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে কোথাও কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ চট্টগ্রাম বোর্ডে গতকাল প্রথম দিনে নকলের দায়ে ৩৪৯ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এদের মধ্যে চট্টগ্রাম জেলায় ১৮৯ জন, কক্সবাজার জেলায় ৭৯ জন, রাঙ্গামাটিতে ৩৫ জন, বান্দরবানে ১৩ জন, খাগড়াছড়ি জেলায় ২[illegible] জনকে বহিষ্কার করা হয়।